দৈনিক সংবাদ

তারিখ 29 APR 1994
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৪

৫৩

লক্ষ্মীটারী ঃ শিক্ষার বিনিময়ে গম দেয়ার পরিকল্পনা বাস্তবতার নিরিখে করা হয়নি

।।মোনাজাতউদ্দিন/মাহবুবরহমান।।

এর আগের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে লক্ষ্মীটারী ইউনিয়ন এলাকায় শিক্ষিতের হার খুব কম। শতকরা মাত্র ৮ ভাগ। গংগাচড়া থানার অপর ৯টি ইউনিয়নেও একই অবস্থা। কিন্তু সবক'টি ইউনিয়নে নয়, 'শিক্ষার বিনিময়ে গম' কার্যক্রম নেয়া হয়েছে থানার কেবলমাত্র ১টি ইউনিয়নে, লক্ষ্মীটারীতে। ফলে সৃষ্টি হয়েছে অসন্তোষ। এলাকাগত ক্ষোভ আর হতাশা। অনেকে এ রকম বলছেন, লক্ষ্মীটারী ইউনিয়নের চেয়ারম্যান যেহেতু সরকারী দলের, সে কারণে এই জনপদে গমের ব্যবস্থা করা হয়েছে। 'শিক্ষার বিনিময়ে গম' প্রদানের ব্যাপারটি যে পর্যায়ক্রমের একটি প্রকল্প, পরবর্তী সময়ে অন্যান্য ইউনিয়নেও তা সম্প্রসারিত করা হবে, এই খবরটি অধিকাংশ মানুষই জানে না। এমন কি, লক্ষ্মীটারীর গ্রামের মানুষও জানেন না, মূলত কি উদ্দেশ্য সামনে রেখে এখানকার দুস্থ-দুঃখী ঘরের ছাত্রছাত্রীদের দেয়া হচ্ছে গম। সরকারের গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রমটি চালু করার আগে কোনরকম 'মোটিভেশন ওয়ার্ক' হয়নি। ফলে, যারা গম পাবার মতো অবস্থার নয়, তারাও গম চাইছে। বলছে, 'আমরাও তো খালেদা জিয়াকে ভোট দিয়েছি। তিনি আমাদের গম দিয়েছেন। সে গম আমরা পাবো না কেন?' এই নিয়ে ঠান্ডা লড়াই। মন কষাকষি। বিব্রতকর অবস্থায় পড়েছেন স্থানীয় জনপ্রতিনিধি আর স্কুলশিক্ষকরা।

আরেকটি ব্যাপার লক্ষ্মীটারীতে বিঘ্নিত করে তুলেছে 'সবার জন্যে শিক্ষা' কার্যক্রম। সাম্প্রতিক এক সরকারী সার্কুলারে বলা হয়েছে, স্কুলে যেসব দুস্থ,-দুঃখী ঘরের ছেলেমেয়েরা পড়তে আসবে তাদের মধ্যে কেবলমাত্র শতকরা ৩৩ ভাগকে গম দেয়া হবে। এই নিয়ে মুস্কিলে পড়েছেন স্কুল কর্তৃপক্ষ। তিস্তা নদীর তীরের লক্ষ্মীটারী ইউনিয়ন গোটাটাই অতি অভাবী। শতকরা ৮০ ভাগ ভূমিহীন। এরা ক্ষেতমজুর, কিছু অতি স্বল্প পুঁজির ব্যবসা করে খুব কষ্টে সংসার চালায়। একেকটি পরিবারে ছেলেমেয়ের সংখ্যা ৫/৬ জন, এদের মধ্যে প্রাইমারি স্কুলে যাবার মতো বয়সের গড়ে ২ জন। এদের সবার জন্যে গম প্রয়োজন। কিন্তু নয়া নিয়মানুসারে অধিকাংশই থাকছে গম-বঞ্চিত। এর ফলে পরিবারে পরিবারে ঈর্ষা, অসন্তোষ এবং গ্রাম্য কোন্দল দেখা দিয়েছে। একজন জনপ্রতিনিধি বললেন, লোকজনের 'জ্বালাতনে' তিনি একরকম পালিয়ে বেড়াচ্ছেন। বাড়িতে থাকলে মানুষের ভীড়-চাপ। গালাগালি। 'গ্রামের সবাই দুস্থ-দুঃখী, সবাই গম দাবি করছে, কিন্তু আমার করার কিছু নেই। সরকারী নির্দেশে ৩৩ ভাগকে গমের কার্ড দেয়া হয়েছে। বাকি মানুষ আমার ওপর ক্ষ্যাপা। বলছে সামনের বার আর আমাকে ভোট দেবে না।'

তৃণমূল পর্যায়ে এসে 'গমের বিনিময়ে শিক্ষা'র হাল হকিকত দেখে মনে হলো ঃ গম প্রদানের নিয়ম-কানুন সম্পর্কিত পরিকল্পনা গ্রামীণ বাস্তবতার নিরিখে তৈরি করা হয়নি। যে জনপদে শতকরা ৮০ ভাগ মানুষ দিন এনে দিন খায় সেখানে মাত্র ৩৩ ভাগের জন্যে গম বরাদ্দ করলে গ্রামে সামাজিক অসন্তোষ স্বাভাবিকভাবেই চিতিয়ে উঠবে, শুরু হবে আন্ত-শ্রেণী-দ্বন্দ্ব। তেমনটিই হচ্ছে লক্ষ্মীটারীতে।

'শিক্ষার বিনিময়ে গম' কার্যক্রম শুরু হবার পর ইউনিয়নের ৮টি সরকারী ও বেসরকারী প্রাইমারী স্কুলে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা বেড়েছে, উপস্থিতির হারও কিছুটা বেড়েছে, ড্রপ আউটের হার আপাতত বেশ কম। লক্ষ্য করা গেল নতুন এক ব্যাপার। যেসব ছেলেমেয়ে স্কুলে যাবার মতো বয়সের হয়নি, অর্থাৎ ৩/৪ বছর বয়স, হাড্ডিসার, প্রায় উলংগ, তারাও দল বেঁধে স্কুলে আসছে। না, ক্লাসে বসছে না তারা, স্কুলের মাঠে খেলছে, দরজা-জানালা ধরে দাঁড়িয়ে থাকছে কেউ। মূল আকর্ষণটা গমের। শুনেছে স্কুলে এলে গম পাওয়া যায়, সেজন্যেই স্কুলের চৌহদ্দিতে ঘুরঘুর। বয়স বাড়লে এবং গম প্রদান কার্যক্রম অব্যাহত থাকলে আগামীতে এদের পাওয়া যাবে স্কুলে। ক্লাসে ভর্তি হবে। পড়াশোনা করবে। তবে, সরকারী যে নীতি, ঐ ৩৩ ভাগকে গম দেয়া, সেটি বহাল থাকলে ভবিষ্যতে এরা পৃষ্ঠ-প্রদর্শন করবে, তা বলাই বাহুল্য।

স্কুলে ছাত্রছাত্রী কেমন বেড়েছে? মহীপুর সরকারী প্রাইমারী স্কুলে দেখা গেল ক্লাস ওয়ান-এ ২২১ জন ছাত্রছাত্রী। গম দেয়ার আগে ছিল ১৫০ জন। অর্থাৎ পড়ুয়ার সংখ্যা বেড়েছে। কিন্তু যারা গম পাচ্ছে না, তাদের উপস্থিতি নিয়মিত নয়। প্রধান শিক্ষক বললেন, 'সরকারী কার্যক্রম শুরু হবার আগে গ্রামে 'ঢোল সহরত' করা হয়। বহু ছাত্রছাত্রী আসে। নতুন ভর্তি হয় অনেক। কিন্তু, পরে যখন দেখা গেল সবাই গম পাচ্ছে না, নেমে আসে হতাশা। অনেকের নাম থাকে খাতায়, কিন্তু ক্লাসে আসে না।'

গম নিয়ে কিছু কিছু দুর্নীতি হচ্ছে। হচ্ছে অনিয়ম। ওজনে কম দেয়া হচ্ছে গম। খাদ্যগুদাম থেকে গম তোলা হচ্ছে কেজির ওজনে, বিতরণ করা হচ্ছে সেরের (৮০-র ওজন) ওজনে। এতে প্রতি কার্ডে কম দেয়া হচ্ছে ১৫ ছটাক গম। যেমন, এই বিতরণ পদ্ধতিতে একটি স্কুলে বাঁচানো হয়েছে ৬ মণ গম। গম বিক্রির টাকায় চা-পান খাওয়া হয়েছে। যারা গম মেপে দেয় তাদের মজুরি দেয়া হয়েছে। গম বিক্রির টাকায় শিক্ষা বিভাগের একজন কর্মকর্তাকে আপ্যায়ন করা হয়, সে কথা স্বীকার করলেন ঐ স্কুলের প্রধান শিক্ষক। তবে, ইউনিয়নের চেয়ারম্যান জানালেন, কিছু গম বাঁচিয়ে এলাকার কয়েকজন দুস্থ-দুঃখী ছাত্রছাত্রীকে (যারা কার্ড পায়নি) দেয়া হয়। এটা করা হয় নিয়মের বাইরে, মানবিক কারণে।